বশেমুরবিপ্রবি

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা : আহত ২০

সংবাদ : প্রতিনিধি, গোপালগঞ্জ

| ঢাকা , রোববার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ

গতকাল হামলায় আহত বশেমুরবিপ্রবি'র এক শিক্ষার্থী -সংবাদ

গোপালগঞ্জ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বশেমুরবিপ্রবি) ভিসির পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ভিসি সমর্থকরা হামলা চালিয়েছে। এতে ছাত্রীসহ অন্তত ২০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। আন্দোলনকারীরে সঙ্গে সংহতি জানিয়ে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক

সহকারী প্রক্টর মো. হুমায়ুন কাবর প্রক্টরের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের ওপর এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহত শিক্ষার্থীদের গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আন্দোলনরত আহত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গোপালগঞ্জ শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পথে শিক্ষার্থীদের ওপর নবীনবাগ, সোনাকুড় ও গোবরায় ভিসি সমর্থক বহিরাগতরা হামলা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসহ সব প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শুক্রবার রাত থেকে হলে খাবার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শনিবার সকাল থেকে হলে বিদ্যুৎ ও পানির লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আহত শিক্ষার্থীরা হলেন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২য় বর্ষের আখি, কৃষি বিভাগের ২য় বর্ষের মাসুকুর রহমান, ৩য় বর্ষের শীমান্ত, অর্থনীতি চতুর্থ বর্ষের নাফিস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২য় বর্ষের ফাহাদ, রসায়ন বিভাগের ৩য় বর্ষের মো. রাকিব হোসেন, আশিকুর রহমান, ফিসারিজ বিভাগের ২য় বর্ষের সৈকত, লোক প্রশাসন বিভাগের ২য় বর্ষের রুদ্র, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের মাসুদ, শাহরিয়ার মিজান, আল-আমিন। এদিকে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তাল হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে, জয় বাংলা চত্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিভিন্ন স্থানে র‍্যাব ও পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. নূরউদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক আদেশে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত রাখাসহ সম্ভাব্য সব অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের মৌখিক অনুমতির প্রেক্ষিতে আসন্ন পূজার নির্ধারিত ছুটি ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শনিবার সকাল ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ১৪৪ ধারা জারি করার জন্য জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ মোতায়নের জন্য পুলিশ সুপারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

গত বুধবার রাত থেকে শিক্ষার্থীরা ভিসি অধ্যাপক ড. খোন্দকার নাসিরউদ্দিনের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনরত আহত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, দুর্নীতিবাজ, ভর্তি ও নিয়োগ বাণিজ্যকারী ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক টর্চার সেলে পরিণত করেছে।

উল্লেখ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী ও দ্য ডেইলি সানের ক্যাম্পাস প্রতিনিধি ফাতেমা-তুজ-জিনিয়াকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অন্যায়ভাবে সাময়িক বহিষ্কার করে। পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের তীব্র

আন্দোলনের মুখে জানিয়ার বাহঙ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. নূরউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, ধাওয়ার বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার বিষয়টি আমার জানা নেই।